বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দিয়ে রোহিঙ্গাদের ইন্টারনেট সেবা : তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক ::
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে ভাসানচরে (যেখানে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তরের কথা রয়েছে) ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী মোস্তফা জব্বার। এছাড়া রোববার থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দিয়ে টিভি চ্যানেলগুলো সম্প্রচার শুরু করবে। এ ব্যাপারে প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছে।
শনিবার বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর উৎক্ষেপণের এক বছর পূর্ণ হচ্ছে। ২০১৮ সালের ১১ মে রাত ২টা ১৪ মিনিটে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করে মহাকাশ প্রযুক্তি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান স্পেস এক্স। তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী জানান, ১৯ মে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হবে। এ অনুষ্ঠানে স্যাটেলাইটটির বহুমুখী ব্যবহারের ওপর কয়েকটি প্রদর্শনী হবে।
'এছাড়া অনলাইন ব্যাংকিং লেনদেনে সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, সব টিভি চ্যানেলকে স্যাটেলাইটের আওতায় আনা এবং এ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ভাসানচরে (যেখানে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তরের কথা রয়েছে) ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা হবে।'
স্যাটেলাইট থেকে ক্যাবল টিভি দেখার সেবা 'ডাইরেক্ট টু হোম' বা ডিটিএইচ সেবাও নিশ্চিত করা হবে বলে মোস্তাফা জব্বার জানান। গ্রুবাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের (বিসিএসসিএল) চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ বলেছেন, আসলে স্যাটেলাইট এক বছর হলেও আমরা বুঝে পেয়েছি নভেম্বরে।
এর আগে এটি ফ্রান্সের থ্যালাস এলিনিয়া স্পেসের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তারা গাজীপুরে গ্রাউন্ড স্টেশনে আমাদের ঢুকতেই দেয়নি। আমরা পুরো নিয়ন্ত্রণ হাতে পাওয়ার পর বেশ কিছু চুক্তি ইতিমধ্যে করা হয়েছে। বিসিএসসিএল চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ বলেন, ব্যাংকের এটিএম বুথ আর অনলাইনে অর্থ লেনদেন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর আওতায় আনতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ১৯ মে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের একটি বুথ এ স্যাটেলাইটের ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করে পরীক্ষামূলকভাবে চালানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
ইতিমধ্যে এর পরীক্ষামূলক কাজও শেষ হয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে সব এটিএম বুথ কোনো ধরনের ব্রডব্যান্ড সংযোগ ছাড়াই এ স্যাটেলাইটের আওতায় আনা হবে। এছাড়া এতে সাইবার অপরাধও কমে যাবে বলে তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী জানান।

চিকিৎসামুখী স্মার্ট পরিধেয় প্রযুক্তি

ইমদাদুল হক ::
স্মার্ট ডায়াপারমাইক্রোচিপ আর ইন্টারনেট সংযোগে ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে পরিধেয় প্রযুক্তির (ওয়্যারেবল টেকনোলজি) ধারা। মানবদেহের দেখভাল করা থেকে শুরু করে ব্যক্তির নিরাপত্তা, যত্ন আত্তি এমনকি বিনোদন ও পরাবাস্তবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটাচ্ছে আজকের পরিধেয় প্রযুক্তি পণ্য।
বলতে গেলে ফিটনেস অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাকার এই পরিধেয় প্রযুক্তির ভুবনে জাগরণ সৃষ্টি করেছে। গুগলের প্রযুক্তি চশমা (গুগল গ্লাস) হালে পানি না পেলেও স্মার্ট হাতঘড়ি দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।
মূলত, ব্লুটুথ হেডসেট, স্মার্ট হাতঘড়ি এবং ওয়েব সংযুক্ত চশমা সবই তারহীন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের তথ্য আদান প্রদান করে ব্যবহারকারীর কাছে পছন্দের শীর্ষে উঠে গেছে।
দৈনন্দিন কাজেই নয় গেমিং ইন্ডাস্ট্রিতেও এসেছে এই পরিধেয় প্রযুক্তি। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ও অগমেন্টেড রিয়েলিটি হেডসেটগুলো দৃশ্যকল্পনাকে বাস্তবে নিয়ে আসছে যেন। সবমিলিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে পরিধেয় প্রযুক্তিটি তড়িৎ প্রকৌশল থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ভোক্তাকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। বিশেষায়িত এবং বাস্তব অ্যাপ্লি-কেশন যুক্ত করা হচ্ছে এই ধারায়। তাই চাবি কিংবা পাসওয়ার্ডের জায়গাটা এখন দখল করে নিচ্ছে মাইক্রোচিপ। এই চিপগুলো নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন (এনএফসি) অথবা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) ব্যবহার করে পোষ্যদের দেখভালে ব্যবহার হচ্ছে। এর মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া পোশা প্রাণিকে যেমন সনাক্ত করা যাচ্ছে একইভাবে বিশ্বে বিভিন্ন প্রান্তে নিয়োজিত সেনাদের দেখভালে আরএফআইডি ব্যবহার করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
মেডিকেল ডিভাইস হিসেবেও এখন ব্যবহার হতে শুরু করেছে (এরপর ১৯ পৃষ্ঠায়)

গবেষণা ও মেধাস্বত্বের কোনও বিকল্প নেই

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক ::
প্যানেল আলোচনাউদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও মেধাস্বত্বের বিকল্প নেই। গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। আর মেধাস্বত্বের মাধ্যমে সেই উদ্ভাবনকে নিরাপদ রাখতে হবে।
রবিবার (১২ মে) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে এটুআই (একসেস টু ইনফরমেশন) আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিশেষজ্ঞ ও নীতি নির্ধারকরা। এটুআই পরিচালিত ইনোভেশন ল্যাবের (আই-ল্যাব) বিভিন্ন উদ্ভাবন আইটেক্স-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আসরে স্বীকৃতি পাওয়ায় এ বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, আইসিটি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধান বক্তা হিসেবে প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন।
এটুআই'র প্রকল্প পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং এটুআই'র পলিসি অ্যাডভাইজার আনীর চৌধুরী সঞ্চালনায় প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশে ইউএনডিপি'র উপ আবাসিক প্রতিনিধি কিওকো ইউকোসুকা। প্যানেল আলোচনায় ইয়াফেস ওসমান বলেন, 'আমাদের ইনোভেশন থেকে পাইলটিং -এর দিকে যেতে হবে। শুধু গবেষণা করে ফেলে রাখলে হবে না। সেটিকে প্রয়োগ করতে হবে। সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারলে আমাদের মেধাবীদের এবং মেধা সম্পদগুলোকে কাজে লাগানো যাবে।'
উদ্ভাবনের নিরাপত্তায় মেধাস্বত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ করে মোস্তাফা জব্বার বলেন, 'ইনোভেশন যতই করা হোক না কেন, তাকে মেধাস্বত্বের মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখতে হবে। আর মেধাস্বত্ব শুধু জাতীয় পর্যায়েই নয় বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের উদ্ভাবনগুলো আন্তর্জাতিক পেটেন্টের মাধ্যমে নিরাপদ রাখতে হবে।' দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের তাগিদ করে মোস্তাফা জব্বার বলেন, 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলের। এখনও সিটির পরিবর্তন আমরা করতে পারিনি। আগামী পাঁচ বছরে এখনকার কর্মসংস্থানের ৮০ ভাগই হারিয়ে যাবে। তার মানে নতুন ধরনের কর্মসংস্থান তৈরি হবে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনও জানে না যে ৫ বছর পরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আজ নতুন কী বিষয় পড়ানো উচিত; তার সিলেবাস কী হবে। এর জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠদানের পদ্ধতিতে পরিবর্তন (এরপর ১৯ পৃষ্ঠায়)

Bangla.it
প্রবাসে বাংলার মুখ

এবার ভারতে কাঠগড়ায় গুগল

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক ::
গুগলক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে আবারও কাঠগড়ায় উঠেছে গুগল। সার্চ ইঞ্জিন হিসেবে গুগলের প্রাধান্য কারও অজানা নয়। আর এই প্রাধান্যই নাকি অপব্যবহার করেছে জায়ান্ট প্রতিষ্ঠানটি।
ভারতীয় গণমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া বলছে, সার্চ ইঞ্জিন হিসেবে নিজেদের প্রাধান্যের অপব্যবহার করে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমে প্রতিযোগীদের ব-ক করার অভিযোগ উঠেছে গুগলের বিরুদ্ধে। এ কারণে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমপিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (সিসিআই)।
এর আগে ইউরোপেও নিজেদের ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল গুগলের বিরুদ্ধে। এ কারণে ৫ হাজার কোটি ডলার জরিমানাও হয় তাদের। এবার ভারতেও একই অভিযোগে অভিযুক্ত হলো গুগল। ধারণা করা হচ্ছে, এবারও বড় অঙ্কের জরিমানা হতে পারে প্রতিষ্ঠানটির।
ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, অনেক আগেই গুগলের বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমানিত হয়। এ কারণে এপ্রিলের মাঝামাঝি অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ (এরপর ১৯ পৃষ্ঠায়)

ফেসবুক ভেঙে ফেলার আহ্বান প্রত্যাখ্যান

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক::
বিশ্বের বৃহত্তম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুককে তিনটি পৃথক কোম্পানি হিসেবে ভাগ করার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ। ফেসবুকের সহপ্রতিষ্ঠাতা ক্রিস হিউজ সম্প্রতি এ আহ্বান জানান। গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁর ওই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে ফেসবুক। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতারা দেশটির বিচার বিভাগের কাছে ফেসবুকের বিরুদ্ধে 'অ্যান্টিট্রাস্ট তদন্ত' চালানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, ফেসবুক এখন সুবিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। ফেসবুককে নিয়ন্ত্রণ করতে ও ভেঙে ফেলতে এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক জাকারবার্গের ওপর চাপ বাড়ছে। প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে নিয়ন্ত্রকেরা তথ্য বিনিময় করার চর্চা, ঘৃণিত বক্তব্য ও ভুয়া খবর ছড়ানো ঠেকাতে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলছেন। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন আইনপ্রণেতা বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেঙে ফেলার পাশাপাশি ফেডারেল প্রাইভেসি আইনের কথা তুলছেন। ক্রিস হিউজ মার্ক জাকারবার্গের কলেজের সহপাঠী। তাঁরা একই ঘরে থাকতেন। নিউইয়র্ক টাইমসে তিনি একটি দীর্ঘ মতামত লিখেছেন। এতে তিনি মার্ক জাকারবার্গের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং একক আধিপত্যের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। বর্তমানে ফেসবুকের ২৪০ কোটির কাছাকাছি ব্যবহারকারী রয়েছেন। এর বাইরে হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, ইনস্টাগ্রামের মতো সেবা রয়েছে। প্রতিটি সেবার ক্ষেত্রে ১০০ কোটির বেশি ব্যবহারকারী রয়েছেন। ২০১২ সালে ইনস্টাগ্রাম ও ২০১৪ সালে হোয়াটসঅ্যাপ কিনে নেয় ফেসবুক।
মার্ক হিউজ বলেন, হোয়াটসঅ্যাপ ও ইনস্টাগ্রামকে পৃথক কোম্পানি করা হোক।
হিউজের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দিতে বলেছে। আজ শুক্রবার ফেসবুকের প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ ফ্রান্সে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর সঙ্গে আলোচনা করবেন। ফেসবুকের মুখপাত্র নিক ক্লেগ এক বিবৃতিতে (এরপর ১৯ পৃষ্ঠায়)

মোবাইল ফোনের 'স্মার্ট' বাঁক

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক ::
স্যামসাংয়ের ফোল্ডেবল ফোনপ্রযুক্তি নিয়ত পরিবর্তনশীল। বিশেষ করে মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন যেন খুব বেশিই চোখে পড়ে। বিভিন্ন রঙয়ের বিভিন্ন মডেলের ফিচার ফোন থেকে শুরু করে হরেক রকমের স্মার্টফোনে কেঁপেছে দুনিয়া। আর এখন সবকিছুকে ছাড়িয়ে আলোচনায় এসেছে ভাঁজযোগ্য (ফোল্ডেবল) স্মার্টফোন।
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কী এই ভাঁজযোগ্য স্মার্টফোন আর কেনই বা এটা নিয়ে এতো আলোচনা। প্রযুক্তি সবসময়ই মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। দেয় নতুন অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ। ভাঁজযোগ্য স্মার্টফোন প্রযুক্তির তেমনই এক উদ্ভাবন যা গ্রাহকদের সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা দেবে।
এ ধরনের স্মার্টফোন সহজেই ভাঁজ করে ফেলা যাবে যেমনটি আপনি ল্যাপটপের ক্ষেত্রে করে থাকেন। অর্থাৎ ভাঁজ খোলা অবস্থায় এটা আকারে অনেক বড় হবে। তখন ডিভাইসটিকে ট্যাবলেটের মতো দেখা যাবে। আর ভাঁজ করা অবস্থায় এটা দেখাবে সুন্দর একটি স্মার্টফোনের মতো।
ভাঁজযোগ্য স্মার্টফোন উৎপাদনের ঘোষণা আসে গত ফেব্রুয়ারিতে। তখন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান স্যামসাং জানায়, ভাঁজযোগ্য স্মার্টফোন নিয়ে কাজ শুরু করেছে তারা। ২০১৯ সালেই এটি বাজারে ছাড়া হবে।

স্যামসাংয়ের এই ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই ফেব্রুয়ারিতে মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে ভাঁজযোগ্য স্মার্টফোন আনার ঘোষণা দেয় হুয়াওয়ে। এ সময় তারা 'মেট এক্স' নামের ভাঁজযোগ্য স্মার্টফোন উন্মোচন করে। হুয়াওয়ের এই ফোনটি কিনতে গ্রাহকদের প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার টাকা ব্যয় করতে হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
স্যামসাং এবং হুয়াওয়ের পর আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ ভাঁজযোগ্য স্মার্টফোন প্রদর্শন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হলো, শাওমি, মটোরোলা, অপো ইত্যাদি। ধারণা করা হচ্ছে, সবগুলো প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে ভাঁজযোগ্য স্মার্টফোন সরবরাহ শুরু করলে দাম কিছুটা কমবে। আর তখনই হয়তো সব গ্রাহকের নাগালে আসবে আধুনিক প্রযুক্তি এই স্মার্টফোনগুলো।
ভাঁজযোগ্য স্মার্টফোনের বিশেষ কিছু সুবিধার জন্য গ্রাহকরা এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তেমনই কিছু সুবিধার মধ্যে অন্যতম একটি হলো বড় স্ক্রিন (পর্দা)। বর্তমান গ্রাহকরা বড় স্ক্রিন বেশ পছন্দ করেন। এ ধরনের স্ক্রিনে বিভিন্ন কাজ আরামদায়কভাবে করা যায়। এছাড়া নাটক-সিনেমা দেখতেও সুবিধা।
ভাঁজযোগ্য স্মার্টফোনের আরেকটি আকর্ষণীয় সুবিধা হলো এটা দিয়ে অনেক কাজ একসঙ্গে করা সম্ভব। সাধারণ স্মার্টফোনে একটির বেশি কাজ করা যায় না। অবশ্য কিছু স্মার্টফোন (এরপর ১৯ পৃষ্ঠায়)

নতুন চেহারায় আসছে ফেসবুক

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক::
ক্যালিফোর্নিয়ায় মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া দুদিনব্যাপী 'এফ৮ ডেভেলপার সম্মেলনে' মার্ক জাকারবার্গ ফেসবুক অ্যাপের নতুন ডিজাইন প্রকাশ করেছেন।
এই ডিজাইনে ফেসবুকের একদম উপরে থাকা নীল ব্যানারটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আর বাম পাশে বৃত্তাকার ফেসবুকের লোগোটি রাখা হয়েছে। এতে ফেসবুকের ফাঁকা জায়গার পরিমান বেড়েছে।
নতুন ডিজাইনে গ্রুপ ফিচারটি দেওয়া হয়েছে নিউজ ফিডের একদম উপরে। এতে সহজেই বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপ খুঁজে পাওয়া যাবে।
জাকারবার্গের মতে, ব্যবহারকারীরা অনেক সময় পাবলিকলি পোস্ট করতে সংকোচ করে। অনেক ক্ষেত্রে প্রাইভেট গ্রুপগুলোতে তারা তাদের মনের কথা জানাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। গ্রুপগুলোর প্রাধান্য এখন বেড়েছে। চাইলে গ্রুপগুলোতে দেওয়া পোস্ট এখন থেকে নিজের প্রোফাইলেও শেয়ার করা যাবে বলেও জানান তিনি।
বর্তমানে মিম ও কমিউনিটি গ্রুপ ভিত্তিক গ্রুপগুলোর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই গ্রুপগুলোর জন্য আলাদা কিছু ফিচারও আনছে সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্টটি। যেমন স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রুপগুলোতে গ্রুপ অ্যাডমিনকে দিয়ে নিজের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করাতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। গেইমিং ভিত্তিক গ্রুপগুলোর চ্যাটও যুক্ত করা হবে বিশেষ কিছু ফিচার। গত ৫ বছরে ফেসবুকের ইন্টারফেইসে এতো (এরপর ১৯ পৃষ্ঠায়)